দৈনিক ইনকিলাব

FEB 17 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বইমেলায় আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা একাডেমীর 'ডিকশনারী কেলেংকারি'

ফাহিম ফিরোজ ॥ গতকাল (শনিবার) বইমেলায় লোক সমাগম ছিল বেশ কম। বিক্রিও বেশী ছিল না। শুধুমাত্র বাংলা একাডেমীর অসহযোগিতার কারণে মেলাটি এবার তেমনভাবে জমে উঠতে পারছে না। তারপরও গতকাল প্রচুর নতুন বই এসেছে। বিক্রির তালিকায় গতকাল শীর্ষে ছিল হুমায়ূন-মিলনের উপন্যাস।

ডিকশনারী কেলেংকারি

গতকাল বইমেলায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা একাডেমীর 'ডিকশনারী কেলেংকারি' এবং 'মেলায় ভারতীয় বই'।

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

বইমেলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর।

ডিকশনারী কেলেংকারি' তথ্য খোঁজ করতে গিয়ে পাওয়া গেছে বাংলা একাডেমীর ৪/৫ জন উর্ধতন কর্মকর্তার কোটি কোটি টাকার আত্মসাতের কলংকিত কাহিনী। এইসব কর্মকর্তার মধ্যে দু'জন রয়েছেন ডিকশনারী কেলেংকারির সাথে জড়িত। বাংলা একাডেমীর একজন কর্মকর্তা নিজের নাম উল্লেখ না করে বলেন, ডিকশনারী কেলেংকারির শিকড় অনেক গভীরে। বইমেলায় আমাদের ডিকশনারী না রেখে ভারতীয় ডিকশনারী বিভিন্ন স্টলে রাখতে দেয়া মানে বাংলা একাডেমীর কোনো কোনো কর্মকর্তার কোটি কোটি টাকা অবৈধভাবে হাতিয়ে নেয়া। এ বিষয়ে বইমেলায় একজন সিনিয়র লেখক বলেন, আমাদের বাংলা অভিধানটি কত সুন্দর। শুধু বাংলা দেশেই নয়- দেশের বাইরেও বাংলাভাষীদের কাছে এর সুনাম রয়েছে। অথচ বাংলা একাডেমী তাদের হীন স্বার্থ-চরিতার্থ করতে গিয়ে এই ডিকশনারীটি আর ছাপছে না।

দুর্বল লাইটিং ব্যবস্থার রহস্য

এবার বাংলা একাডেমীর দুর্বল লাইটিং ব্যবস্থার পিছনে রয়েছে আরেক রহস্য। বাংলা একাডেমীর একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, গত ১৫ বছর ধরে এক অজ্ঞাত কারণে বাংলা একাডেমী লাইটিং-এর দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে 'আবদুল হক এন্ড সন্স' নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে। নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই দায়িত্ব দিলে লাইটিং-এর মান অনেক ভাল হত।

বদলীর দাবী

বাংলা একাডেমীতে কোনো কোনো কর্মকর্তা ১০/১৫ বছর ধরে একই শাখায় কর্মরত আছেন। একাডেমীর দু'জন কর্মকর্তার মতে, এদের এক শাখা থেকে আরেক শাখায় বদলী করার ব্যবস্থা করলে টাকা আত্মসাতের ঘটনা কিছুটা হলেও কমবে। ক'জন লেখক এ সময় এদের বদলীর দাবী করেন।

একজন গ্রেফতার

গতকাল সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমীতে বই চুরির অভিযোগে এক তরুণকে পুলিশ গ্রেফতার করে।